সমকাল

তারিখ ... 28 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ২ ...

সংকটে ৬ হাজার বিদ্যালয়

■ সাব্বির নেওয়াজ

ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে মহারাজা রোডে ঐতিহ্যবাহী 'মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়'। শিক্ষার্থী প্রায় পাঁচ হাজার। শিক্ষক আড়াইশ'। প্রাথমিক শাখায় রয়েছেন শতাধিক শিক্ষক। তাদের মধ্যে সরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক ২২ জন, এমপিওবিহীন ৭৮ জন। এই ২২ জন শিক্ষক অবসরে গেলে তাদের শূন্য পদে নতুন আর কোনো শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন না। কারণ ২০১৪ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে প্রাথমিক সংযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রাথমিক শাখার শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। আবার এখন, জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এতে কেবল মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, প্রাথমিক স্তরের নয়। এ অবস্থায় সারাদেশে শিক্ষকদের মাঝে প্রশ্ন উঠেছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রাথমিক শাখা চলবে কী করে?

মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের মতোই মহাসংকটে পড়েছে সারাদেশের প্রায় ৬ হাজার বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা। এগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক শাখা সংযুক্ত রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ হাজার ৩১৫টি। উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সারাদেশে ৪ হাজার ৮৬১টি। এগুলোতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। আবার শিক্ষক নিয়োগ দিলেও বেতন-ভাতার দায়িত্ব (এমপিওভুক্তি) সরকার নিচ্ছে না। ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম সমকালকে জানান, সারা জেলায় এ ধরনের বিদ্যালয় রয়েছে প্রায় অর্ধশত। মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামছুল আলম বলেন, 'পদ শূন্য হলে নতুন শিক্ষক কীভাবে নেব যদি তিনি এমপিওভুক্ত হতে না পারেন? অনেক বিদ্যালয়েরই পর্যাপ্ত তহবিল নেই।'

> মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাদ্রাসায় সংযুক্ত প্রাথমিক শাখায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (মাধ্যমিক) একেএম মোস্তফা কামাল সমকালকে বলেন, এনটিআরসিএর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ শুরু হওয়ায় এসব বিদ্যালয়ে সমস্যা হচ্ছে। ২০১৫ সালের ১৪ অক্টোবর জারি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

সংকটে ৬ হাজার বিদ্যালয়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নতুন করে আর কোনো প্রাথমিক শাখা খোলা যাবে না। তবে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা চালু রয়েছে।

জানা গেছে, এনটিআরসিএর মাধ্যমে নতুন নিয়োগ পদ্ধতির কারণেও এসব বিদ্যালয়ে সংকট ঘনীভূত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত রয়েছে এমন মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোনো কোনোটি প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আবার কোনোটি তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। এসব সংযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তরের জন্য সরকারিভাবে শিক্ষক নিয়োগের কোনো ব্যবস্থা নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পরিচালনা ও ফলাফল প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। অপরদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ বিষয়গুলো দেখভাল করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও নেপ। ফলে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলোতে অতিরিক্ত এ পাঁচটি শ্রেণির জন্য কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী যে শিক্ষক থাকেন তাদেরই অতিরিক্ত পাঁচটি শ্রেণির চাপ সামলাতে হচ্ছে। সাধারণত জেলা ও বিভাগীয় শহরের নামিদামি প্রতিষ্ঠানগুলোতেই সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে প্রতি শ্রেণিতে ২-৩টি করে শাখা আছে। অল্প সংখ্যক বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া সব সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ২৫ জনের ওপর শিক্ষক নেই। এই ২৫ জন শিক্ষক হচ্ছেন ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস নেওয়ার জন্য। এই ২৫ জনের ওপর যখন আরও ৮-১০টি ক্লাসের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

কুষ্টিয়া জেলায় প্রাইমারি স্কুল সংযুক্ত আছে এমন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২টি। প্রতিটি উপজেলায় দুটি স্কুলে প্রাথমিকভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে কয়েকটি স্কুল শিক্ষার্থী ধরে রাখতে পারেনি। স্কুলগুলোতে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ সংকট রয়েছে। কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার শেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক জানান, তার স্কুলে ৭০০ শিক্ষার্থী। শ্রেণিকক্ষের সংকট রয়েছে। ৪০ সিটের ক্লাসে ১০০ জন শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে বসে। আগে শিক্ষক সংকট ছিল, বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী ১১ জন শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন। বেতন নিয়ে তাদের কোনো জটিলতা এখন পর্যন্ত হয়নি। তবে নতুন শিক্ষক প্রয়োজন হলে কীভাবে নেবেন তা জানেন না।

রংপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্তি না হওয়ায় শিক্ষকরা পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। তারা ক্লাসে পাঠদানে তেমন মনোযোগী হতে পারছেন না। এতে শিক্ষার্থীরা পড়েছে বিপাকে। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, সরকার পর্যায়ক্রমে সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করবে। এরই মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। খুব কম সংখ্যক বিদ্যালয় এমপিওভুক্তির বাইরে রয়েছে। এর মধ্যে জেলায় ২৫টি বিদ্যালয় রয়েছে। জেলায় ১ হাজার ৪১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে।

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার বিনবিনা চর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামীম মিয়া জানান, ১০ বছর আগে তাদের বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ২০০ জনের বেশি। শিক্ষক আছেন ৫ জন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের। গত বছর এমপিওভুক্তির জন্য উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে এমপিও দেওয়ার জন্য। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটি এমপিও না দেওয়ার সুপারিশ করে। এতে আর এমপিও হয়নি। শামীম মিয়া আরও জানান, শিক্ষকরা দীর্ঘদিন থেকে সামান্য বেতনে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছেন। এমপিওভুক্তি না হওয়ায় শিক্ষকরা মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। তিনি বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্তির দাবি জানিয়েছেন। একই কথা বলেন, গঙ্গাচড়ার আরাজি জয়দেব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহমিনা খাতুন, কাউনিয়ার আলুটারি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সালমা বেগম। তারা বলেন, নিজেদের সামান্য বেতনে সংসার চালানো কঠিন।

জেলার চণ্ডীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুল আলম বলেন, তাদের শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত হচ্ছেন। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো তাদের বিদ্যালয়ও সরকারিকরণের দাবি জানান।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংযুক্ত কোনো এমপিওভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় গাজীপুর জেলায় নেই বলে সমকালকে জানিয়েছেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রেবেকা সুলতানা।